প্রবন্ধ

একটি নিভৃত বৃষ্টি থাক অন্তরালে

দেবজ্যোতি রায়

বহুমুখী বিচিত্র বোধিচর্চার অন্তরালে শিশিরকুমার দাশের ঈষৎ কুণ্ঠিত কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত, সপ্রাণ কবিসত্তার প্রবাহ বহমান থেকেছে চিরকাল। হয়তো সুবিস্তৃত পাঠক সমাজ পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনার কথা বেশি উল্লেখ করেন, কিন্তু কবিতার গহন সঞ্চরণ চিহ্ন ধরা রয়েছে তাঁর সার্থক কবিতার বইগুলিতে,

শিশিরকুমার দাশ আন্তর্জাতিক মান্যতা পেয়েছেন তাঁর বৈদগ্ধ্যউজ্জ্বল প্রবন্ধগ্রন্থাবলির জন্য। বাংলা ও ইংরাজি উভয় ভাষাতেই সেগুলি রচিত। মননঋদ্ধ জ্ঞানচর্চার স্থায়ী সম্পদ। ভাষাবিজ্ঞানে, তুলনামূলক সাহিত্যে, অনুবাদে এবং দেশে-বিদেশে অধ্যাপনায় তাঁর সিদ্ধি প্রশ্নাতীত। তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ 'A History of Indian Literature'এর মতো মহাগ্রন্থ থেকে শুরু করে সরাসরি গ্রীক ভাষা থেকে অনূদিত অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব, গ্রীক নাটক সংগ্রহের মতো অজস্র মহৎ কীর্তি রয়েছে তাঁর। এতসব বহুমুখী বিচিত্র বোধিচর্চার অন্তরালে শিশিরকুমার দাশের ঈষৎ কুণ্ঠিত কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত, সপ্রাণ কবিসত্তার প্রবাহ বহমান থেকেছে চিরকাল। হয়তো সুবিস্তৃত পাঠক সমাজ পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনার কথা বেশি উল্লেখ করেন, কিন্তু কবিতার গহন সঞ্চরণ চিহ্ন ধরা রয়েছে তাঁর সার্থক কবিতার বইগুলিতে, অসামান্য অনুবাদ সমূহে। 'বহু যুগের ওপার হতে' গ্রন্থে তিনি প্রাচীন গ্রীক কবিতার আশ্চর্য অনুবাদ করেছেন। অনুবাদের মূলানুগ বিশুদ্ধতা নিশ্চয়ই বড় কথা, তার চেয়েও কম বড় কথা নয় কবিতাকে বাংলাভাষার জলবাতাসের সঙ্গে একাত্ম করে তোলা। গহন কল্পনাস্পর্শী সেই সব শিহরণ জাগানো উচ্চারণ—

'ঘুমায় পর্বত চূড়া, নীচে খাদ গহন গভীর
ঘুমায় অরণ্যতল, কালো পৃথিবীর
বিবরে ঘুমায় যত সরীসৃপ দল,
ঘুমায় চঞ্চল
নদী, ঘুমায় মৌমাছি গুঞ্জরণ
ঘুমায় পর্বতে পশু, ঘুমে অচেতন
দানবেরা সমুদ্র অতলে,
এখন নীরব শান্ত ডানার কম্পন
অন্ধকারে
পাখিরা ঘুমায়।।'

(আল্‌কমান)

নৈশ সুষুপ্তির এই বর্ণনা গাম্ভীর্যে মহাকাব্যপ্রতিম। নান্দনিকতায় কোহিনুরসম। নিদ্রামগ্ন ছবির ফ্রেমে উদ্ভাসন ঘটেছে অনন্ত প্রকৃতির। আমাদের মুগ্ধ করে দেয় এমন মহৎ কবিত্ব।

আবিষ্ট হয়েছি শিশিরকুমার দাশের কবিত্বশক্তিতে, অনুবাদে রাজা ওইদিপৌস পড়েও। চিরায়ত ট্র্যাজেডি, ওইদিপৌসের সীমাহীন যন্ত্রণা, ভয়াবহ বিপর্যয়কে এরচেয়ে যথাযথভাবে ধারণ করতে পারত বাংলা কবিতার ছন্দোবন্ধন?

'হে আমার অন্ধকার মেঘ, ঘৃণ্য নারকীয়
নিশ্চল, নিশ্ছিদ্র
কোনো বাতাসেই এ মেঘ নড়েনা।
ওঃ—ও, আবার আবার ব্যথা
অঙ্কুশের তীক্ষ্ণ হুল
সেই স্মৃতি, সেই পাপ।'

শিশিরকুমার দাশ প্রণীত 'অবলুপ্ত চতুর্থ চরণ'-এ কবিত্বের মৌলিক শক্তি, মিতকথনের চূড়ান্ত দক্ষতা ঝলসে উঠেছে। 'অবলুপ্ত চতুর্থ চরণ' এর বর্তমান সংস্করণটি প্রকাশিত ২০১১ সালে। প্রথম সংস্করণের আত্মপ্রকাশ ১৯৮৬ তে। বইটির দুটি পর্ব। প্রথম পর্বে শিশিরকুমারের সহপাঠী, অভিন্নহৃদয় বন্ধু, বাঙালি সারস্বত সমাজের পুরোধা সুধীর চক্রবর্তীর বন্ধুস্মৃতিদীপ্ত অন্তরঙ্গ কথামালা এবং 'অবলুপ্ত চতুর্থ চরণ'এর শ্লোকপ্রতিম কবিতার দিগ্‌দর্শী আলোচনা। দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে শিশিরকুমার দাশের সুরম্য হস্তলিপি শোভিত ১০২টি গহন ব্যঞ্জনাপূর্ণ ত্রিপদিকা। হস্তলিপি সুষমার উৎস খুঁজতে গিয়ে আমরা সুধীর চক্রবর্তীর আলোচনা থেকে জানতে পারি এক অভিনব তথ্য— শিশিরকুমার দাশের পূর্বপুরুষদের জাতিবৃত্তি ছিল তালপাতায় বা তুলট কাগজে পুথি নকল করা। সেই উত্তরাধিকারেই নাকি লব্ধ হয়েছে এখন আখরলাবণ্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর পাঠকালে শিশিরকুমার দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জন্মলগ্ন' প্রকাশিত হয়। সাল ১৯৫৬। প্রকাশিত হয় কবি তারাপদ রায়ের পূর্বমেঘ প্রকাশভবন থেকে। 'জন্মলগ্ন' প্রকাশের সঙ্গে রয়েছে সুধীর চক্রবর্তীর সক্রিয় ও সানন্দ সহযোগ। কবির

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো—'হয়তো দরজা আছে অন্যদিকে' (১৯৮৬) বাজপাখির সঙ্গে কিছুক্ষণ (১৯৯২)। এই প্রসঙ্গে আর একটি বইএর কথা উল্লেখ করতে হয়—'অমৃত যন্ত্রণা' সুধীর চক্রবর্তীর সম্পাদনায় ও শিশিরকুমার দাশের দৃষ্টিনন্দন হাতের লেখায় ৯ জন কবির প্রেমের কবিতার সংকলন। পরবর্তীতে 'অমৃতযন্ত্রণা'-র মুদ্রিত আত্মপ্রকাশ ঘটল বান্ধবমণ্ডলীর অর্থানুকূল্যে এবং কবির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৭। কবিতার স্বপ্নে বিভোর দুই তরুণ সম্পর্কে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত লিখলেন—

'শিশির-সুধীর একই বৃন্তের
দুই প্রদীপ্ত স্বর্ণমুকুল।'

সুধীর চক্রবর্তীর প্রীতিনিবিড় স্মৃতিচারণ থেকে আমরা স্পর্শ করি শিশির কুমারের নবীন বয়সের কাব্যউদ্দীপনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অসামান্য ছাত্র পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন কবিতাকে। বলছেন ফার্স্ট হওয়া টওয়া বাজে ব্যাপার। 'আগে পড়ে দ্যাখ্ দিকি আমার কবিতা কেমন হচ্ছে! ওটাই আসল।' স্মৃতির সরণি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা পৌঁছে যাই গত শতাব্দীর পাঁচের দশকের এক মায়াময় জগতে।

'অবলুপ্ত চতুর্থ চরণ'-এর নামকরণের মধ্যেই রয়েছে 'না বলা বাণীর ঘন যামিনীর' সংকেত। চোদ্দমাত্রার আঁটোসাঁটো গঠনে বিধৃত গভীর আত্মজিজ্ঞাসা, ব্যঞ্জনার সুদূরতা। আর অনুক্ত কথার ব্রততি হল পল্লবিত পাঠকের কল্পনায়। অসামান্য তিনটি পংক্তির উপস্থাপনে শুরু হচ্ছে কাব্যগ্রন্থ :

'প্রথম চরণে তোলো বিদ্যুতের সুর
দ্বিতীয় চরণে তোলো মৃদঙ্গ মেঘের
এবার নর্তক রাখো তৃতীয় চরণ।'

এই লেখার যথার্থ ভাষ্য রচনা করলেন সুধীর চক্রবর্তী—'বিজলি আখরে আঁকা মেঘমন্ত্রিত পটে বিশ্বনৃত্যের এমন বর্ণিল আয়োজনে বাকিটুকু কবি পাঠকের ওপর ছেড়ে দিয়েছে।' শুধু প্রকৃতির অপার্থিব লীলা, ভুবনমোহন রূপ, কল্পনার স্বর্ণভূমি, রোম্যান্টিক সৌন্দর্যের বিস্তারের দিকে নয়ন উন্মীলিত করে রাখেননি কবি। পৃথিবীর নিষ্ঠুরতা তাঁকে কম্পিত করে। ছদ্মবেশী ভালোবাসায় পীড়িত, হৃদয়ের রুগ্নতায় কাতর কবি শুনতে পাচ্ছেন মৃত্যুর পদধ্বনি। তাঁর স্বপ্ন যেন ছিন্ন ভিন্ন হচ্ছে শ্বাপদের রক্তনখে। তাই কবিতার শব্দগুলি বেজে উঠছে আর্তনাদ হয়ে :

'মাঠে মাঠে মৃতশস্য, নদীতীরে শিশু।
কী হবে কবিতা লিখে? তুমি বলেছিলে।
কবিতা লিখি না তাই, লিখি আর্তনাদ।'

শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে'। আধুনিক জীবন আমাদের উপহার দিয়েছে নানাপ্রকার বর্ণাঢ্য মুখোশ। নিজে যা নই, তাই প্রতিষ্ঠিত করার উদগ্র প্রতিযোগিতা চলছে। একদিন বহু ব্যবহৃত অভিনয় কলার ওপর, প্রবঞ্চনা আশ্রিত জীবনের ওপর নেমে আসে শ্রান্তি। ভঙ্গিসর্বস্ব জীবন খোঁজ করে শাশ্বতর, ফিরে পেতে চায় স্বাভাবিকতাকে। তাই ৩১ সংখ্যক কবিতায় কবি লিখছেন :

'মুখ থেকে রং মোছে নাটুয়ার দল
মায়াবী আসর থেকে ফিরে যায় ভীড়ে
এখন তোমাকে খোঁজে, স্বাভাবিক মুখ।'

শিশিরকুমার দাশের চিত্রকল্প বহুমাত্রিক ও সংবেদনশীল। চেতনার অন্তর্লোক থেকে জাগ্রত ঊষর মরুভূমির প্রেক্ষাপটে তিনি লিখলেন : 'বালিভরা কাঁটাগাছে জ্যোৎস্না বিঁধে আছে।' জীবনের বিচিত্র কর্মপ্রয়াসের মধ্যে প্রেমকে অনুভব করেন কবি। 'অবলুপ্ত চতুর্থ চরণ'-এর বিভিন্ন পদে প্রেম কখনো রূপোজ্জ্বল, কখনো রূপাতীত। তার চরণ মঞ্জীরে মৃত্যুহীন ছন্দের ঝঙ্কার, কখনো সে সময়ের ত্রিতাপ স্পর্শে খণ্ডিত। বাস্তবের অসংখ্য দাবির মধ্যে, বন্ধনে আবদ্ধ জীবনের মধ্যে প্রেমের নিভৃত পরিসর। কবি তাকে বলেন—'আমার জীবনে শুধু তুমি স্বাধীনতা'। তার হাতে 'বিজয়ীর সপ্তপর্ণী পাতা।' নিভৃতির পাশাপাশি প্রেম বহু বর্ণবিভঙ্গে ও মাধুর্যে উদ্ভাসিত 'প্রেমের বিদ্যুৎ মেঘে লাগায় আগুন।'

আবার কখনো অবাঙ্ময় আকুলতায় পরিপূর্ণ :

'এ চিঠিতে কথা নেই, শুধু নিস্তব্ধতা;
প্রশ্ন নেই, শুধু ঘন আকুল নিঃশ্বাস।
চুম্বনে খামের মুখ বন্ধ করেছিলে?'

—২২ সংখ্যক কবিতা

শিশিরকুমার দাশের আজীবনের দয়িতা কবিতা। কী গভীর প্রতীক্ষা তিনি লালন করেন হৃদয়তন্ত্রীতে! প্রার্থিত শব্দের কাছে যেন তিনি চির নতজানু :

'একটি শব্দের জন্য মধ্যরাত কাটে
প্রতীক্ষা, প্রতীক্ষা শুধু, কখন সে আসে
সমস্ত কবিতা শুধু শব্দের প্রতীক্ষা।'

—৭৭ সংখ্যক কবিতা

এই প্রতীক্ষারই ভিন্নতর উদ্ভাসন দেখি ৫৯ সংখ্যক কবিতায়। মুখর শব্দকে বলছেন নৈঃশব্দ্যের জলে অবগাহন করে শান্ত স্তব্ধ মুদ্রায় কিছুক্ষণ পাশে বসতে।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এ শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে কণ্ব মুণির আশ্রমে নেমে এসেছিল বিষাদের ছায়া। বৃক্ষ, লতা, পশু,

পক্ষীর অন্তরও হয়েছিল বিষাদভারাক্রান্ত। মাতৃহারা যে হরিণীটিকে শকুন্তলা লালন করেছিলেন পরম আদরে, সে গভীর আকুলতায় আঁচল টেনে ধরেছিল শকুন্তলার। ভালোবাসার অসীম মহিমার কথা বললেন কালিদাস, গড়ে উঠল মানুষের সাথে প্রকৃতির দিব্য একাত্মতা। ৬১ সংখ্যক কবিতায় তপোবন দুহিতার গমনপথের দিকে তাকিয়ে উৎকণ্ঠিত সেই হরিণী। যেন শাশ্বত ভালোবাসার প্রতীক। পুরাণ ও মহাকাব্যের অনেক অনুষঙ্গ ছড়িয়ে আছে গ্রন্থে। এসেছে অহল্যার কথা, অভিমন্যুর কথা। অভিমন্যুর কাহিনির মধ্যে নিহিত যুদ্ধের ভয়াবহতা। গর্ভস্থ ভ্রূণের শরীরেও সঞ্চারিত হচ্ছে কুটিল রণনীতি। ৯৬ সংখ্যক কবিতায় পাঠ করি—

গর্ভের আঁধারে শুয়ে শুনি পিতা বলে
চক্রব্যূহ রণনীতি, শোনা আরো বাকী
ঘুমিও না, ঘুমিওনা, এখনই জননী!'

কত সত্য আবৃত থাকে অজ্ঞানতার মেঘান্তরালে। জ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোয় সেই অন্ধকার সরে গেলে দাঁড়াতে হয় ভয়ঙ্কর সত্যের মুখোমুখি। যেমন জন্মরহস্যের সূত্র উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে আর্তনাদময় পরিণামে বিধ্বস্ত হয়েছিলেন ওইদিপৌস। তবু অজ্ঞান তামসের মধ্যে জ্ঞানের বিদ্যুৎ ঝলকের অপেক্ষায় থাকে সভ্যতা। দৃষ্টি ও অন্ধত্বের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে মানুষকে পৌঁছুতে হয় কঠিন সত্যে। সেই সত্য দুঃখময় কিন্তু শ্রেয়—

'জ্ঞান দুঃখ? অজ্ঞানতা? অজ্ঞান আঘাতে
পিতাকে করেছ হত্যা, মা-কে কলঙ্কিত!
এসো জ্ঞান, দুঃখময়, প্রলয় বিদ্যুতে।'

—৯৫ সংখ্যক কবিতা

যাপিত জীবনের ক্ষুদ্রতা, সম্পর্কের অন্তঃসারশূন্যতা সংবেদনশীল কবিকে কাতর করে। মুমূর্ষু হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে। মেঘ থেকে যেন ঝরে পড়ছে রক্ত। জলরাশি লাল। চারদিকে দুর্যোগের দুঃস্বপ্ন। মূল্যবোধ নিশ্চিহ্ন। অশ্রুহীন দু-চোখের ভাষায় শুধুই শূন্যতা। তাহলে আগামী প্রজন্মের জন্য কী রেখে যাব আমরা? কোন্ উত্তরাধিকার বহন করবে তারা?

'পুত্র, কী দেব তোকে, অবিশ্বাস ছাড়া?
কন্যা, কী দেব তোকে, প্রতারণা ছাড়া?
তাই দিই শুধু স্বপ্ন, স্বপ্নের ব্যর্থতা।'

তবু শেষপর্যন্ত শুদ্ধতাকে আবাহন করেন শিশির কুমার দাশ। নাগরিক মলিনতা থেকে, তথাকথিত সভ্যতার বিষবায়ু থেকে মুক্তি খোঁজেন সুরের উদার আকাশে ঃ 'রামপ্রসাদের গানে ভাষা শিখে আসি।' সময়দর্পণের প্রতিফলন, আত্মবীক্ষণের ভাষ্য ধরা থাকলো তিন চরণের সংক্ষিপ্ত পরিসরে। স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার মন্ত্র পদধ্বনি পাঠক অন্বেষণ করবেন না লেখা চরণের নিভৃত অন্তরালে। এই সব কবিতা ভবিষ্যতের জন্য কিছু সংরক্ষিত আলো—

'তিন চরণেরও পরে ছিল কি প্রত্যাশা?
শুনেছ কি পদধ্বনি? খুঁজে দেখো আছে
শুভ্রতায় অবলুপ্ত চতুর্থ চরণ'